সেই তত্ত্ববস্তুটী কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসায় একটী পদ্য উদাহরণরূপে উল্লেখিত করিতেছেন—তত্ত্বজ্ঞগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, যে এক অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু উপাসনাভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ শব্দে শব্দিত হয়েন। এস্থলে অদ্বয়শব্দে সেই তত্ত্বের অখণ্ডত্ব নির্দ্দেশ করিয়া অন্য সমুদয় বস্তুর তাহা হইতে অপৃথক্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে তাহার শক্তিত্বই অঙ্গীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ সেইটীই তত্ত্ববস্তু, যাঁহাকে জানিলে কিছুই জানা বাকি থাকে না; কারণ যাঁহার ভিতর সকল আছে, যাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই নাই, তাঁহারই নাম অদ্বয়। খণ্ডিতবস্তু জানিবার জন্য সর্ব্বশক্তিযুক্ত এই মনুষ্য জন্ম নহে। এই জগতে আমরা তিনপ্রকার ভেদ দেখিতে পাই—একটী স্বজাতীয়, দ্বিতীয় বিজাতীয়, তৃতীয় স্বগত। মানুষে মানুষে যে ভেদ অথবা চেতনে চেতনে যে ভেদ, তাহার নাম স্বজাতীয় ভেদ। মানুষে ও পশুতে যে ভেদ বা জড়ে ও অচেতনে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। কর ও চরণে যে ভেদ, তাহার নাম স্বগতভেদ। যে তত্ত্ববস্তুটি সেই তিনপ্রকার ভেদশূন্য, তাহারই নাম অদ্বয়। সেই অদ্বয়বস্তুটি জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জড় প্রতি-যোগী স্বপ্রকাশ। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সেই তত্ত্ববস্তুটি যেমন স্বপ্রকাশ, তাহাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র্যভাবে কোনও স্বপ্রকাশ বস্তু নাই, ইহারই নাম স্বজাতীয় ভেদরহিত। দ্বিতীয়—সেই তত্ত্ববস্তুটি যেমন স্বপ্রকাশ, তাহার বিরোধী পর-প্রকাশ কোনও জড়বস্তু তাহা হইতে পৃথকরূপে নাই, এইটির নাম বিজাতীয়-ভেদ রহিত। সেই তত্ত্ববস্তুটির তিনপ্রকারে আবির্ভাব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে জ্ঞানীগণের হৃদয়ে ব্রহ্মরূপে, যোগীগণের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ও ভক্তগণের হৃদয়ে ও বাহিরে ভগবানরূপে। ঐ তিনপ্রকার আবির্ভাবের মধ্যে সেই তত্ত্ববস্তুর ভক্তিসমূহরূপে যে ধর্ম্ম আছে, সেই সকল ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞান ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট জ্ঞানের নাম পরমাত্মা। অর্থাৎ যে স্বরূপটি মায়াশক্তি ও মায়াশক্তির কার্য্য, এবং চিচ্ছক্তির অংশ-জীবসমূহের নিয়ামক, সেই অবস্থার নাম পরমাত্মা। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানটির নাম ভগবান্। এ সমুদয় বিষয়ের বিশেষ বিচার তত্ত্ব, ভগবৎ ও পরমাত্মাসন্দর্ভে পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সেইজন্য এস্থলে বিশেষ বিস্তার করা হইল না।

সেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিনপ্রকার আবির্ভাবযুক্ত তত্ত্বটির ভক্তিতেই সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে—ইহাই একটি শ্লোকের দ্বারা দেখাইতেছেন। শ্রদ্ধাবান্ মুনিগন জ্ঞান-বৈরাগ্যনিষেবিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-